রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত।

শ্রীলালকমল বিদ্যাভূষণ প্রণীত।

কলিকাতা।

নর্ম্ম্যান প্রেসে মুদ্রিত।

১২৮৪।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

জয়তি।

উপহার।

ঔদার্য্যাদিগুণালঙ্কৃত

শ্রীযুক্ত বাবু গণেশ চন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত বাবু বলরাম দাস, শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দাস

স্নেহাস্পদেষু।

আপনাদিগের কর-কমলে, গ্রন্থকারের অকৃত্রিম স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ এই জীবনচরিত খানি সাদরে প্রদত্ত হইল ইতি।

শ্রীলালকমল দেবশর্ম্মা।

বিজ্ঞাপন।

পূর্ব্বে আমাদিগের অনেকে, যে বাঙ্গালা ভাষাকে নাসা-পুটস্থ করিয়া অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন এবং বিদেশীয় ভাষার প্রতি পক্ষপাতী হইয়াছেন; অধুনা কয়েক বর্ষ অতীত হইল, সেই বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরি-গৃহীত হওয়াতে দিন দিন শশী কলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে।

কৃতবিদ্যগণ, কাব্য. সাহিত্য, অলঙ্কার, গণিত, ভূগোল, খগোল. ইতিহাস ও জীবন-চরিত প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়া অভাব সকল নিরাকৃত করি-তেছেন। পরিতাপের বিষয় এই, ভিন্ন ভিন্ন দেশীয়গণের জীবন-চরিত লিখিতে যেরূপ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেরূপ পরিশ্রম ও যত্ন স্বীকার স্বদেশীয়দিগের প্রতি কিছু-মাত্র করেন নাই। এমন কি, তাঁহারা যে স্বদেশীয় সদাশয়-গণের উপর ভ্রূক্ষেপও করেন নাই, বোধ হয় ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদিগেরও প্রার্থনা যে. যদ্রূপ

বৈদেশিকগণের জীবন-চরিত প্রণয়নে যত্ন ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, দেশীয়গণের প্রতি তদপেক্ষা অধিক যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করেন। সম্প্রতি কতিপয় স্বদেশীয়গণের জীবন-চরিত (চরিতাষ্টকাদি) প্রকাশিত দেখিয়া, দেশহিতৈষীগণ, যে কি অনির্ব্বচনীয় সুখানুভব করিতেছেন, তাহা লেখনীতে ব্যক্ত করা যায় না। আরও কত শত শত সধন, নির্ধন এবং মধ্যমাবস্থ সদাশয়গণ, জন সাধারণের নিকট এ পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত রহিয়াছেন। য়ুরোপীয় মহা কবি গ্রে বলেন—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathomed caves of Ocean bear"

এক্ষণে এই জীবন-চরিত লেখক যে, কত দূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইলেন, তাহার ভার বিবেচক পাঠকবর্গের উপর সমর্পিত হইল।

শ্রীলালকমল শর্ম্মা।

* নির্ম্মল উজ্জ্বল কত মণি অগণন।
অতল জলধি গর্ভে করয়ে ধারণ॥

রামচন্দ্র দাসের জীবনচরিত।

কলিকাতা রাজধানীর ৩৷৷০ সাড়ে তিন ক্রোশ উত্তর ও ভাগীরথী তীরস্থ বিখ্যাত বরাহ নগর নামক গ্রামের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্ব এবং দমদমা ষ্টেসনের পশ্চিম দিকে স্মিতি বা সীতি নামক গ্রাম। এই গ্রামে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি জাতিরা, অতি অল্প সংখ্যক বাস করেন, অধিকাংশ শ্রমোপজীবী ও কৃষিকার্য্যোপজীবী জাতিদিগের বাসস্থান। প্রায় ১৫০ শত বা ১০০ শত বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রামের অধিকাংশ স্থানই অরণ্যময় ও জলাভূমি ছিল। ঐ সময়ে বর্ত্তমান কালের ন্যায় লেখা পড়ার চর্চ্চা না থাকাতে সমগ্র জাতিরাই প্রায় কৃষি ব্যাপারে সংলিপ্ত থাকিতেন, সুতরাং যে স্থানে কৃষিকার্য্য সুলভে হইত, তথায় সকলেই কৃষিকর্ম্মের নিমিত্ত যত্নবান্ হইতেন। স্মিতি গ্রাম তদুপযোগী হওয়াতে

ক্রমশঃ কৃষিকর্ম্মোপজীবীগণ জীবিকা নির্ব্বাহের সহজ উপায় দেখিয়া বসতি আরম্ভ করিতে লাগিল। বাসীরা কৃষী দ্বারা যথেষ্ট ধান্য পাইতেন এবং সেই সকল ধান্য বৎসরাধিক সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। তাঁহারাও অনায়াসে গোপ্রতিপালন করিতে পারিতেন, যেহেতু তৎকালে গো-মূল্য অতি সুলভ ছিল, বর্ত্তমান সময়ের মত এরূপ দুর্ম্মূল্য ছিল না, এবং গো-প্রতিপালনের নিমিত্ত অধিক ব্যয়ও হইত না। বস্তুতঃ স্মিতি-বাসী-দিগকে প্রায় তণ্ডুল, দধি, দুগ্ধ ও ঘৃতাদি ক্রয় করিতে হইত না অথচ প্রতিগৃহেই তণ্ডুলাদি অপর্য্যাপ্ত থাকিত। বিল, পুষ্করিণী ইত্যাদি থাকায় উত্তম ২ মৎস্যাদিরও অভাব ছিল না, যথেষ্ট পরিমাণে ও বিনা মূল্যে পাওয়া যাইত; এই কারণে লোকেরা আহারাদির স্বচ্ছন্দতা দেখিয়া বসতি করিতে আরও প্রবৃত্ত হইতে লাগিল।

প্রবাদ আছে স্থান সকল প্রথমতঃ জলময়, তাহার পর বনময় তৎপরে গ্রাম এবং তাহার পরে নগর বা লোকবিখ্যাত স্থান হইয়া থাকে। ফলতঃ এই জনপ্রবাদটী এস্থলে অধিক পরিমাণে সংঘটিত দেখা যাইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে ক্ষুদ্র গ্রাম কিরূপে লোক বিখ্যাত হইতে পারে? আমরা সচরাচর দেখিতে পাইতেছি যে প্রায় ক্ষুদ্র গ্রামই মহান্ লোকদিগের উদ্ভব স্থান। য়ুরোপীয় মহাকবি সেক্‌ষপীয়র সামান্য গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র গ্রামোদ্ভব সাকনাড়া নিবাসী পণ্ডিত চূড়ামণি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রাধ্যাপক পূজ্যপাদ ৺ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ মহাশয়; তথা মুরদপুর নিবাসী ন্যায়শাস্ত্রাধ্যাপক ৺ জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; বীরসিং নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়; পানিয়াড়া নিবাসী শব্দশাস্ত্রবিশারদ পূজ্যপাদ ৺ রামকমল বিদ্যালঙ্কার মহাশয়; নেউলপড়া নিবাসী রাজা রাম মোহন রায়; বাগাটী নিবাসী ৺ রামগোপাল ঘোষ; আগুন্‌সি নিবাসী হাইকোর্টের জজ, মান্যমান্ (Honorable) ৺ দ্বারকা নাথ মিত্র।

যেরূপ মহান্ লোকদিগের উৎপত্তি-স্থান ক্ষুদ্র গ্রাম প্রদর্শিত হইল, তদ্রূপ যে অধিকাংশ নির্ধন, মধ্যমাবস্থ বা গৃহস্থ লোকদিগের সন্তান মহান্ ও প্রসিদ্ধ লোক হইয়াছেন, তাহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে।

উৎকথিত যে যে মহান্ লোকদিগের নামোল্লেখ করা হইল, তাঁহারা যে উল্লিখিত অবস্থার লোক তাহার কোন সংশয় নাই। আরও, যে কোন লোক ধনবান্ বা মহান্ হউন না কেন, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কেহ না কেহ হীনাবস্থ ছিলেন, তাহা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। মহামূল্য মণির আকর কি বিজন প্রদেশে নয়? সেই মণি, মণিকার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হইয়া কি সম্রাট্দিগের কিরীটের প্রধান ভূষণই হয় না?

যখন মণির খনিই সামান্য স্থান; ক্ষুদ্র গ্রামেই মহান্ লোকদিগের জন্মস্থান এবং গৃহস্থাদির সন্তান-গণই প্রায়ই মহান্ ব্যক্তি হয়, তখন স্মিতি গ্রামেরও গৃহস্থ লোকের আখ্যান বিবৃত করিতে সঙ্কুচিত হইতে হইতেছে না, বরং উৎসাহেরই বৃদ্ধি হইতেছে, এই জন্যে নিম্নস্থ জীবন চরিতে লেখনী সঞ্চালন করিতে সঙ্কোচ হইতে হইতেছে না।

১৭২৮ শকাব্দের ১৯ আশ্বিন স্মিতি গ্রামে রামচন্দ্র দাস জন্ম গ্রহণ করেন। ইঁনি কৃষী-কৈবর্ত্ত কুলাবতংস। ইহাঁর পিতার নাম নীলমণি দাস। পিতামহের নাম দাতারাম দাস। দাতারাম, স্বভাবতঃ ধর্ম্মভীরু,

বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত ও কৃষি-কার্য্যে বিলক্ষণ কুশল ছিলেন। তিনি কৃষি-কার্য্য-কুশলতা-গুণে অলঙ্কৃত হইয়া সংসার যাত্রা সুখ-সচ্ছন্দে নির্ব্বাহ করিতেন। দানশীলতা গুণেও ভূষিত ছিলেন ; একবার স্বগ্রামস্থ সভাকর বা শোভাকর ব্রাহ্মণদিগের ধান্যের অভাব শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "আপনারা স্বয়ং এক প্রহর কাল আমার ধানের গোলা হইতে যত ধান বাহির করিতে পারিবেন তাহাই আপনারা লইয়া যাইবেন"। ব্রাহ্মণেরা সেরূপ করিয়া স্বগৃহে ধান্য লইয়া গিয়াছিলেন। নীলমণি দাস, এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অধ্যবসায়ী ছিলেন, যে, তাহা শ্রবণ করিলে চকিত এবং সহৃদয়দিগকে পুলকিত হইতে হয়।

পুলকিত বিষয় পাঠ করিতে সকলেই উৎসুক হইয়া থাকেন, এজন্য অধ্যবসায়ী নীলমণির আজীবন বিবৃত করা অগ্রেই আবশ্যক বোধ হইতেছে। অপর য়ুরোপীয় রাজনীতিজ্ঞ লর্ড বেকন্ কহিয়াছেন, "কেহ যদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া উচ্চ-পদে অধিরোহণ করেন, তাহা হইলে লোকেরা তাঁহার কুল, শীল, মর্য্যাদা, পিতা,

পিতামহাদির নাম, ধাম, অবস্থাদি, অবগত হইতে অনুসন্ধিৎসু হন "।

১৭০২ শকাব্দে দাতারামের পুত্র নীলমণি জন্ম পরিগ্রহ করেন। ক্রমশঃ নীলমণি পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক হইলে, তৎপিতা দাতারাম দাস, হিন্দু-শাস্ত্রের বিধান অনুসারে বিদ্যারম্ভ করান। পরে কিছু দিন অতীত হইলে বাঙ্গালা লেখা পড়া শিক্ষার্থে তৎকালোচিত গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় প্রেরণ করেন। নীলমণি এমনই মেধাবী ছিলেন যে পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ করিয়া ফেলিলেন।

নীলমণি ন্যূনাধিক একাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিতে অতিশয় অভিলাষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অধিক কি তৎকালোচিত ইংরেজী বর্ণ পরিচয়াদি পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার পিতা, দাতারাম দাস, ঐ অভিলাষ পূর্ণতার বিষয়ে কণ্টক স্বরূপ হইয়া উঠিলেন।

দাতারাম, নীলমণির পাঠশালার শিক্ষা সমাপন দেখিয়া তাহাকে নিজ ক্ষেত্রকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

নীলমণির পিতা, যে নীলমণিকে উচ্চ বিদ্যা শিক্ষা না করাইয়া স্বীয় ক্ষেত্র কার্য্যে ব্যাপৃত করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহা দূষণীয় নহে। যেহেতু পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের দেশে এরূপ লেখা পড়ার চর্চ্চা ছিলনা। গুরুমহাশয়ের পাঠশালার শিক্ষাই প্রায় সম্পূর্ণ শিক্ষা বলিলেও হয়, সুতরাং দাতারাম দাসের মনে এপ্রকার উদ্ভাবন হওয়া দোষাবহ অথবা অভূতপূর্ব্ব নহে, কেননা এতৎ দেশের অনেক পল্লীগ্রামে সচরাচর এরূপ ঘটিয়াই থাকে।

যাহা হউক, তাঁহার পুত্র নীলমণি, উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। তাঁহার পিতা, লেখা পড়া বন্ধ করিয়া তাঁহাকে কৃষি কার্য্য পরিদর্শনে নিযুক্ত করিলেন; অন্যদিকে তাঁহার ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সফলতা সম্পাদন করিতে প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিল।

যেমন য়ুরোপীয় বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রভৃতি লোকদিগের পিতা, পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার কণ্টক স্বরূপ হইলেও সেই সন্তানগণ পিতার কৃষি কার্য্য সম্বন্ধীয় আদেশ, যথাকথঞ্চিৎ রূপে প্রতিপালন করিয়া পিতার অগোচরে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া মহান হইয়াছিলেন,

সেই রূপই প্রায় নীলমণি দাস হইয়া উঠিলেন।

আমাদের দেশীয় কৃষক পুত্রের ঈদৃশ ঘটনা, আমরা কখনও আমাদের দেশীয় লোকদিগের জীবন চরিতে অথবা ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে যে, কখন দৃষ্টি-গোচর বা শ্রুতিগোচর করিনাই তাহা সহৃদয় ব্যক্তি মাত্র নিঃসংশয়ে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন। এতৎ সম্প্রদায়ী ভারতবর্ষীয়গণ, আপনাদের এক মাত্র উদা-হরণ স্থল, ও আদর্শ স্বরূপ বলিয়া প্রীতি প্রফুল্ল বদনে স্বীকার করিবেন। বস্তুতঃ, এতাদৃশ কৃষি কুশল পিতা, পুত্রের বিদ্যা শিক্ষার বিঘাতক হইলে যে তাঁহার পুত্র বিদ্যানুরাগী হইয়া কৃতবিদ্য হয়, তাহা এতৎ সম্প্রদায়ি-দিগের কখন স্বপ্নগত হইয়াছে কিনা তাহা সন্দেহ স্থল।

দাতারাম দাস, আপন পুত্র নীলমণির ইংরেজী বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ যত্ন ও কৃষি কার্য্যে আয়াস শূন্য দেখিয়া বিরক্তমনা হইলেন এবং স্বপুত্রকে বিদ্যাভ্যাসে বিরত করণাশয়ে সর্ব্বদা উত্তেজনা করিতে লাগিলেন। নীলমণি কি করেন. পিতৃআজ্ঞা ও উত্তেজনায় অগত্যা ক্ষেত্রকার্য্য দেখিতে যাইতেন, কিন্তু তাহা না দেখিয়া মনোনিবেশ পূর্ব্বক ইংরেজী পাঠ অভ্যাস করিতেন।

এই রূপে নীলমণি কিছুদিন যাপন করিলে, তাঁহাদের ক্ষেত্রের একজন হলধারী পুরুষ, তাঁহার পিতার নিকট এই বলিয়া অভিযোগ করিল "নীলমণি-বাবু জমির কাছে থাকেন না, কোন কাজ কর্ম্ম দেখেন, শুনেন না, কেবল কি একটা কাগজের মত লইয়া জমির অনেক দূরে থাকিয়া বিড়বিড় করিয়া বকেন, আমরা বারণ করিলেও শুনেন না, আবার বলতে গেলে রাগমুখ করিয়া চুপ করিয়া থাকেন"।

নীলমণির পিতা দাতারাম, ঐ হলধারীর অভিযোগ শুনিয়া তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিয়া কহিলেন "নীলমণি যদি তুই আজ অবধি চাসের কাজ না দেখিস, তাহলে তোকে ভাল করিয়া শাস্তি দিব।"

তিনি পিতার উত্তেজনায় ভীত হইয়া কয়েক দিবস ক্ষেত্র কার্য্য দেখিতে গেলেন। পরে কৃষি কার্য্য দর্শনচ্ছলে অতি প্রত্যূষে উঠিয়া পাঠ দিয়া নূতন পাঠ লইয়া মাঠে আসিতেন। মাঠে কিছু কাল অবস্থিতি করিতেন। হলধারীরা পাঠের বিষয় পিতাকে বলিয়া দিবে, এই ভয়ে সেই ভূমির অনতিদূরে কাঁটাল

বাগানের নিবিড় কাঁটাল গাছে উঠিয়া পাঠ গুলি পড়িতেন এবং জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়ে প্রবল চাসের সময়ের কোন কোন দিন পিতার ভয়ে দিবাভাগে গৃহে আহার করিতে না যাইয়া ঐ বাগানের কাঁটাল খাইয়াই মধ্যাহ্ন কার্য্য সম্পাদন এবং সমস্ত দিন মনোনিবেশ পূর্ব্বক পাঠ অভ্যাস করিতেন। ফলতঃ নীলমণি দাসের অশন, শয়ন, স্বপন, ব্যসন, ও বসনের প্রতি দৃক্‌পাত ছিল না, বিদ্যাভ্যাসই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ও ব্যসন।

নীলমণি দাসের পিতা, নীলমণির এরূপ বিদ্যানুরাগ, ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া তাঁহার প্রতি কর্কশ আচরণ পরিত্যাগ করিয়া সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। নীলমণি এই সুযোগ পাইয়া বরাহ নগরস্থ মাষ্টরের নিকট ইংরেজী শিখিতে লাগিলেন।

পরে কয়েক বৎসর ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করিয়া তৎসময়োচিত কৃতবিদ্য ও সুলেখক হইয়া উঠিলেন। বুক্‌কিপিং (Book-Keeping) এমনিই উৎকৃষ্ট শিখিয়াছিলেন, যে নিম্নস্থ বিষয় পাঠ করিলে তাঁহার পটুতার বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

অধ্যবসায়ী নীলমণি দাস, ইংরেজী ভাষায় কৃতকার্য্য হইয়া প্রথমতঃ কোন অফিসে এপ্রেণ্টিস থাকিয়া পশ্চাৎ * অন্যান্য অফিসে কর্ম্ম করেন, পরে ফেয়ার্লি ফার্গিসন্ কোম্পানির অফিসে বুক্ কিপার হন। কয়েক বৎসর বুক্‌কিপার থাকিয়া পশ্চাৎ ঐকার্য্য হইতে অবসর লইলেন। অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেবেরা তাঁহার নিকট হিসাব বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত পত্র দ্বারা আহ্বান করিল কিন্তু নীলমণি অফিসে না গিয়া ইংরেজী ভাষায় প্রতিপত্র প্রদান করিলেন ; পত্রার্থ এই "মহাশয় ! আমি এমন কোন হিসাব রাখি নাই যে, আমাকে তথায় গিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে, আমার হিসাব পুস্তকই (Account-Book) কথা কহিয়া জিজ্ঞাস্য বিষয়ের প্রত্যুত্তর প্রদান করিবে"।

নীলমণি দাস. অফিসের কার্য্যাধ্যক্ষ সাহেবদিগকে প্রতিপত্র লিখিলে. সাহেবেরা তাঁহার হিসাব পুস্তক

* নীলমণি, কত বৎসর, কোন মাস্টরের নিকট শিক্ষা করিয়াছিলেন, এবং প্রথমতঃ কোন্ অফিসে এপ্রেণ্টিস থাকেন ও তাহার পর কোন্ অফিসে কর্ম্ম করেন তাহা তাঁহার বর্ত্তমান পুত্রদ্বয়ও স্থির-তর ও নির্ণয় করিতে পারেন নাই।

দেখিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার হিসাব পুস্তক (Account-Book) এরূপে লিখিত ছিল, যে, সাহেবেরা দেখিয়া আনন্দিত হইয়া তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিল না।

ভাগ্যবান্ নীলমণি বুক্‌কিপার [Book-Keeper] পদ পরিত্যাগ করিয়া সওদাগর [Merchant] অফিসে মুচ্ছদ্দী হইলেন। মুচ্ছদ্দী হইলে পর মহাত্মা হেয়ার সাহেব তাঁহাকে আপন বাবু করিতে চাহেন, তিনি তাহা অস্বীকার করিলে হেয়ার সাহেব কহিলেন 'তুমি গরীবের চাকরী করিতে চাহ না। যাহা হউক তুমি এক জন বাবু আমাকে দেও; তাহাতে তিনি চুঁচড়া নিবাসী বৈদ্যনাথ দাস কর্ম্মকারকে নিযুক্ত করিয়া দেন, পরিশেষে ঐ বৈদ্যনাথ হেয়ারের সাহায্যে বিভব শালী হইয়াছিলেন। একদা কলিকাতা কলুটোলা বাসী ৺ মাধবচন্দ্র দত্ত, জীবিতাবস্থায় স্বয়ং অন্বেষণ করিয়া নীলমণি দাসের মধ্যমপুত্র রামচন্দ্র দাসের নিকট আসিয়া সদালাপ করণানন্তর নীলমণি দাসের সাহায্যে যে ধনবান্ হইয়াছিল তাহা কৃতজ্ঞতা সহকারে ব্যক্ত করিয়া তাঁহার গুণানুবাদ করিয়াছিলেন। কিন্তু

নীলমণি দাসের কি প্রকার সাহায্যে দত্তজ ধনবান্ হইয়াছিলেন তাহা লেখক পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে অনুসন্ধান করিয়াও সফল মনোরথ হইতে পারেন নাই তজ্জন্য সঙ্কোচ করিলেন।

মহাভাগ নীলমণি দাস, নিতান্ত ন্যূন ধনাগম করিতেন না, কিন্তু স্বজনগণের ক্লেশ মোচন এবং গ্রাম-বাসীদিগের উপকার করণের প্রতি প্রতিনিয়ত দৃষ্টি রাখাতে অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিতেন। গ্রামস্থ লোকেরাও তাঁহাকে সস্নেহে সম্মান করিতেন এবং তাঁহার আত্মীয়বর্গেরাও তাঁহা কর্ত্তৃক উপকৃত হই-তেন বলিয়া বোধ হয় তাহারা তাঁহার কলিকাতা হইতে বাটী আগমনের প্রতীক্ষা করিতেন। যৎকালে তিনি, কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যেক শনিবার অথবা কোন বন্ধে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, তৎপরক্ষণেই তাঁহার আত্মীয়গণ উপস্থিত হইতেন। তিনি পাদ ক্ষালনাদি ও ক্লান্তি দূর করিয়া বহির্বাটীতে স্বজনবর্গের সহিত সম-বেত হইতেন। আত্মীয়দের মধ্যে যাহারা প্রার্থী, অগ্রেই তাহাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিয়া পশ্চাৎ সকলের সহিত কুশল প্রশ্নাদি দ্বারা সাদরে সম্ভাষণ করিতেন। পরে

পরস্পরের সদালাপে ও নানা বিষয়ের প্রস্তাবাদিতে অধিক রাত্রিই হইয়া উঠিত। সমাগত লোকেরা অনেক রাত্রি হইয়াছে দেখিয়া আপন আপন বাটীতে যাইবার নিমিত্ত উদ্যত হইত, কিন্তু নীলমণি দাস, সেই সময়ে তাহাদিগকে বিদায় না দিয়া বলিতেন "অনেক দিন আমরা একত্রে ভোজন করি নাই. অদ্য এক সঙ্গে ভোজন করিতে ইচ্ছা হইতেছে, অতএব আপনারা ভোজনান্তে বাটী যাইবেন"। সমাগত স্বজনেরা তাঁহার এই কথা শুনিয়া ভগ্নোদ্যত হইলেন এবং পুনরায় নানাপ্রকার সদালাপ করিতে লাগিলেন।

নীলমণি দাসের পরিজনেরা, পরিবারস্থদিগের ভোজনোপযোগী পাকাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, পরে এত অধিক রাত্রিতে প্রায় ৩০।৪০ জন, অতিরিক্ত লোকের আহার আহরণের সংবাদ বাটীর মধ্যে উপস্থিত হইল। পরিজনেরা, অতিরিক্ত লোকের ভোজন সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বিরক্তমনা না হইয়া বরং অতিশয় প্রফুল্লিতান্তঃকরণে পুনর্ব্বার পাকাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ঝটিতি অন্ন-ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

প্রায় ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে, পল্লীগ্রামের গৃহস্থ বা সচ্ছল সংসার অথবা মধ্যবর্ত্তী লোকেরা, বেতন দানে সমর্থ হইলেও পারক পক্ষে বেতনগ্রাহী পাচক বা পাচিকা রাখিতেন না। পরিবারস্থ স্ত্রীবর্গই পাকাদি কার্য্য সমাধান করিত। অধুনাতন অধিকাংশ নব্য সম্প্রদায় এই প্রথাটীকে অতি জঘন্য প্রথা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কার্য্য এক জন সামান্য বেতন ভোগী পাচক বা পাচিকা দ্বারা অনায়াসে নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহার জন্য পরিবারস্থ স্ত্রীলোক গণের সময় নষ্ট না করাইয়া, সেই সময়, অপেক্ষাকৃত উপকারী ও আবশ্যকীয় কার্য্যে ব্যয়িত হইতে পারে। পূর্ব্বে আমাদের দেশে জাতিভেদ ও কৌলিন্যাভিমানের যেরূপ প্রাদুর্ভাব ছিল, তাহা বিবেচনা করিলে পূর্ব্বের প্রথা প্রচলিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব ও একান্ত দূষণীয় বোধ হয় না। তখনকার লোক দিগের অধুনাতন নব্য সম্প্রদায়ের মত যার তার হাতে খাইতে প্রবৃত্তি হইত না সুতরাং তাঁহারা আপনাদিগের পরিবারস্থ স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পাক কার্য্য সমাধান করাইতেন। বস্তুতঃ তাহারা যেরূপ যত্ন ও

মনোযোগের সহিত পাকক্রিয়া নির্ব্বাহ করে, সেরূপ বেতন ভোগী পাচক বা পাচিকা দ্বারা কখনই সম্ভবে না। অনেক অনেক বিবেচক লোকেরা বলেন, এই প্রথা বর্ত্তমান কালের বেতনগ্রাহী পাচক পাচিকা রাখা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে উৎকথিত বিষয়টী বিরক্তিজনক ব্যাপার বটে, কেননা এক্ষণকার গৃহস্থের স্ত্রীবর্গেরা, পাকাদি জনিত প্রশংসা পাইবার আকাঙ্ক্ষা করেন না; কষ্টে শ্রেষ্টে পরিজনদিগেরই রন্ধনাদি কার্য্য করিয়া থাকেন। পাকাদি প্রস্তুত হইলে যদি ২।৪ জন আত্মীয় কুটুম্ব আসিয়া উপস্থিত হন, তাহা হইলে তাহাদিগের বিপদের আর সীমা থাকে না। জলযোগ করিয়া রাখিতে পারিলে কতকটা বিপদের লাঘবই বোধ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তৎসময়ের স্ত্রীগণেরা, বর্ত্তমান সময়ের স্ত্রীগণের ন্যায় ভাবাপন্ন ছিলেন না। তাঁহারা বিলাসের অনুগামিনী হইতেন না। শ্রদ্ধাসহকারে অতিথি সৎকার এবং আত্মীয়গণকে সন্তুষ্টে ভোজনাদি করাণই তাঁহাদের অলঙ্কার; এবং স্বগৃহে ভোজ উপস্থিত হইলে তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক পাক

কার্য্যে রত হইতেন অধুনাতন বয়োবৃদ্ধারা, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

কৃতী নীলমণি দাস, সওদাগর অফিসে মুচ্ছুদ্দী পদে রত হইয়া সুচারুরূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন এবং অফিসের সাহেবদিগের নিকটও প্রিয়ভাজন হইয়া উঠেন। কয়েক মাস পরে এই অফিসে "সদরমেটের" আবশ্যক হওয়াতে নীলমণি আপন শ্যালাকে তৎপদে নিযুক্ত করিয়া দেন। তিনি সদরমেট পদে নিযুক্ত হইয়া আপন ভগিনীপতির সাহায্যে ঐ কার্য্যে বিলক্ষণ কৃতকর্ম্মা হইলেন, এমন কি মুচ্ছুদ্দীর কার্য্যও চালাইতে পারিতেন। অনন্তর কয়েক বর্ষ অতীত হইলে আপনার শ্যালাকে কৃতকর্ম্মা দেখিয়া তাঁহাকে আপনার মুচ্ছুদ্দী পদ প্রদান করিয়া নদীয়া জেলার অন্তর্বর্ত্তী মল্লাহাটী নামক গ্রামের নীলকুঠিতে দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইলেন। তথায় কর্ম্ম করিয়া যথেষ্ট ধনাগম করিয়াছিলেন এবং বহু আড়ম্বরে দুর্গোৎসবাদি করিয়া অর্থ বিতরণ করিতেন।

সন ১২২৪ সালের আশ্বিন মাসে বাটীতে শারদীয়া পূজার প্রতিমা আরম্ভ করিয়াছেন, ইত্যবসরে

পূজার দ্বিতীয়া তিথিতে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া এ যাত্রায় রক্ষা পাইব না, মনে মনে জানিতে পারিয়া তাবৎ আত্মীয় বর্গকে আহ্বান করিলে, তাঁহার আত্মীয় বর্গেরা উপস্থিত হইলেন। আত্মীয় বর্গের মধ্যে শ্যালাকে সক্ষম দেখিয়া তাঁহাকে কহিলেন "ভাই আমি ত চলিলাম, আমার অপোগণ্ড শিশু-গুলির তত্ত্বাবধারণ করিও।" তাঁহার শ্যালা তদ্‌বাক্য শিরোধার্য্য পূর্ব্বক স্বীকার করিলেন। তিনি, আপন শ্যালার অঙ্গীকার অবিচলিত করণাশয়ে সকলের সমক্ষে নিম্নস্থ শ্লোকটী মৃদু স্বরে বলিলেন।

"উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমেদিগ্‌ বিভাগে,
বিকসতি যদি পদ্মঃ পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে।
প্রচলতি যদি মেরুঃ শীতলং যাতি বহ্নিঃ,
ন চলতি খলু বাক্যং সজ্জনানাং কদাপি *॥

ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। তিনি ইহ লোক

---

* ভাবার্থ—পশ্চিম দিকেতে যদি হয় সূর্য্যোদয়,
পর্ব্বতের গতি শক্তি, বহ্নি স্নিগ্ধ হয়।
পদ্ম পুষ্প হয় যদি পর্ব্বত শিখরে,
তথাপি সজ্জন বাক্য কভু নাহি ফিরে॥

হইতে অন্তর্হিত হওন কালে স্বল্প বয়স্ক পুত্র চতুষ্টয়, এক কন্যা এবং সহধর্ম্মিনী রাখিয়া যান। প্রথম পুত্রের নাম, রাধামোহন, দ্বিতীয়ের নাম রামচন্দ্র, তৃতীয়ের নাম ঈশ্বরচন্দ্র, কনিষ্ঠের নাম ভোলানাথ।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, উদার-স্বভাব নীলমণি দাস, বহু ধন উপার্জ্জন করিলেও বদান্যতা, সদয় ব্যবহার এবং সৎকার্য্যের পরতন্ত্র হইয়া ব্যয় করিয়া ফেলিতেন, ধনোপার্জ্জনের উপযুক্ত ধন-সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুচারুরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের ও চারিটী পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার উপযুক্ত কথঞ্চিৎ সংস্থান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

প্রত্যুৎপন্না মতি পুত্র চতুষ্টয়ের প্রসূতি, স্মিতি গ্রামে আপন পুত্রদিগের বিদ্যা শিক্ষার অভাব দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী সহোদরের আলয়ে চারিটী সন্তান লইয়া উপস্থিত হইলেন। যদ্যপি ঐ বিধবা নারী জানিতেন যে, সোদরের গলগ্রহ হইলে সহোদর-পত্নীর নিকট হতাদর হইতে হইবে, তথাপি তিনি আপনার কার্য্য সাধনে তৎপরা হইয়া হতাদর রূপ অপমানকে অপমান বোধ করিলেন না।

নীতি শাস্ত্রে কথিত আছে "অপমানং পুরস্কৃত্য, মানং কৃত্বাচ পৃষ্ঠকে। স্বকার্য্য মুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞঃ, কার্য্য ধ্বংসেচ মূর্খতা*। অতএব প্রাজ্ঞমাত্রেই পুলকিত হৃদয়ে এই অনুপদেষ্ট্রী কুল কামিনীর নীতি অনুসারিণী স্বাভাবিকী বুদ্ধির প্রশংসা করিবেন সন্দেহ নাই।

ঐ গুণবতী বিধবা, পুত্র চতুষ্টয়ের সহিত সোদরালয়ে উপস্থিত হইলে তাঁহার সহোদর সস্নেহে ও সাদরে স্বগৃহে স্থানদান করিলেন এবং ভাগিনেয়দিগের বিদ্যাভ্যাসের জন্যে অতিশয় যত্নবান্ হইলেন। তাঁহার ভগিনীও স্বীয় নগদ টাকা গুলীন সহোদরের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

নীলমণি দাসের শ্যালা রামনারায়ণ দাস, স্বীয় ভগিনীপতির মুমূর্ষু দশায় যে তাঁহার পুত্রগণের পরিপালনের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন পশ্চাৎ তাহা সাধন করিলেন, এমন কি তাঁহার মধ্যম পুত্রের বিবাহ পর্য্যন্ত মহাসমোরোহে দিয়াছিলেন।

* বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপমান স্বীকার পূর্ব্বক আপনার মানের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিবে, তাহা না করিয়া কার্য্য ধ্বংস করিলে মূর্খতাই হয়।

যখন পুত্র-চতুষ্টয়ের মাতা, নিজ পুত্রদিগকে বয়ঃপ্রাপ্ত ও কৃতবিদ্য দেখিলেন তখন আর সোদরালয়ে না থাকিয়া স্বগৃহে প্রতিগমন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্রেরাও কৃতকর্ম্মা ও উপযুক্ত হইয়া পিতার নাম সম্ভ্রমাদি বজায় করিলেন এবং মাতা দ্বারা দোল দুর্গোৎসবাদি উৎসব সকল করাইলেন। পরে ঐ ভাগ্যবতী বিধবা ক্রমান্বয়ে ২৫।৩০ বৎসর পুত্রধন উপভোগ করিয়া সজ্ঞানে গঙ্গালাভ করিলেন, তাঁহার পুত্রেরাও সমারোহে মাতৃ-কৃত্য করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, শকাব্দা ১৭২৮ সালের ১৯এ আশ্বিন নীলমণিদাস, দ্বিতীয় পুত্র লাভ করেন। যে বৎসরে তিনি দ্বিতীয় পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করেন, সেই বর্ষে, তাঁহার যথেষ্ট ধনাগম ও সাংসারিক ব্যাপার আরও জাজ্জ্বল্যমান হয়। পরিবারস্থ সকলে তাঁহার জননে আনন্দোৎসব করিতে লাগিল, প্রতিবেশীরা কহিতে লাগিল "নীলমণি দাসের এই সন্তানটী বড় লক্ষ্মীমন্ত বা পয়মন্ত, নীলমণি ধন পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করিল"।

আমাদের দেশীয় লোকেরা যে কেবল এরূপ কহিয়া থাকেন এমন নয়, পৃথিবীর তাবৎ খণ্ডেই মহান্ লোক-দিগের জন্মে ঐ প্রকার প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। যেমন বাঙ্গালা দেশের মধ্যে বিদ্যাশিক্ষার আকর স্থান নবদ্বীপ, তাদৃশ সমুদায় য়ুরোপ খণ্ডের মধ্যে গ্রীস্ দেশ ; তৎকালে য়ুরোপ খণ্ডের মধ্যে গ্রীকেরা সুসভ্য বিদ্বান্ বলিয়া পরিচিত ছিল। গ্রীকদিগের সুসভ্য-সময়ে মহাকবি পিণ্ডারের জন্ম হয় ; তৎকালে প্রবাদ ছিল যে "পিণ্ডার অতি শৈশবে দোলায় শয়ন করিলে মধুমক্ষিকারা আসিয়া তাঁহার মুখমণ্ডলে গুণ গুণ ধ্বনি করিয়া বসিত। পিণ্ডারের মুখমণ্ডলে মধুমক্ষিকার আগমন ও উপবেশন দেখিয়া সুসভ্য গ্রীকেরাও বলিয়া-ছিল পিণ্ডার "ভবিষ্যতে মধুর-ভাষী সুকবি হইবে"।

নীলমণি যথা সময়ে দ্বিতীয় পুত্রের "রামচন্দ্র" এই নাম-করণ করিলেন। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে হিন্দুশাস্ত্রের বিধি অনুসারে বিদ্যারম্ভ করান। রাম-চন্দ্র দাস, ৫৷৷০ সাড়ে পাঁচ বৎসর বয়স্ক হইলে স্বগ্রামে গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় বাঙ্গালা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ দশম বর্ষে পদার্পণ করিলে ক্ষত্রিয়

কুমারোচিত বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হইতে লাগিলেন। উগ্রাদি স্বভাব ছিল না; সর্ব্বদাই বিনীত, নম্র ও বিলাস-শূন্য ছিলেন। বিলাস শূন্যতার একটী উদাহরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে তদ্দৃষ্টে বুঝা যাইবে যে, বাল্যাবস্থায় সেরূপ স্বভাব অধিকাংশ বালকের দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে শারদীয়া পূজার সময়, প্রায় সকলেই স্ত্রী পুত্রাদির জন্য নূতন কাপড় কিনিয়াই থাকেন। যাঁহারা সান্ন-গৃহস্থ, তাঁহারা প্রায়ই স্ত্রী-পুত্রের অভিলাষানুসারে নব বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। রামচন্দ্র দাসের পিতা, যখন দুর্গোৎসবের কিছু দিন পূর্ব্বে পুত্রদিগকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন "তোমাদের মধ্যে কাহার কাহার কি কি প্রকারের কাপড় কিনিয়া আনিব"। অন্যেরা আপন আপন অভিমতা-নুসারে বলিত কিন্তু রামচন্দ্র দাস বাঙ্মাত্রও প্রয়োগ করিতেন না। পশ্চাৎ তাঁহার পিতা, তাঁহাকে নিস্তব্ধ ভাব দেখিয়া বলিলেন, "তুমি যে কিছু বলিতেছ না?" তাহাতে তিনি সলজ্জ ও নম্রভাবে বলিলেন "আমি আবার আপনাকে কাপড়ের কি কথা কহিব, যেমন হউক

এক রকম কাপড় কিনিয়া আনিবেন।" রামচন্দ্রের পিতা, রামচন্দ্রের নিরভিলাষ বাক্য শুনিয়া প্রীতিমনা হইলেন এবং তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম্ কাপড় কিনিয়া আনিলে, তাঁহার সোদরেরা সেই কাপড় লইবার নিমিত্ত লালসা করিল। তিনি, সোদরদিগকে নিরানন্দ না করিয়া আপনার বস্ত্র তাহাদিগকে দিয়া তাহাদের কাপড় আপনি লইয়া সন্তুষ্ট হইতেন।

রামচন্দ্র অন্যূন একাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতৃহীন হইলেন। পরে তাঁহার মাতা, কলিকাতা বহুবাজার মলঙ্গালেনে পিত্রালয়ে পুত্র-চতুষ্টয়ের সহিত যে উপস্থিত হন, তাহা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। তথায় উপস্থিত হইয়া প্রথমতঃ বেনেভোলেণ্ট ইনষ্টিটিউসন্ নামক স্কুলে ইংরেজী ভাষা অধ্যয়ন করেন। পরে একদিন তিনি ঐ স্কুলের সমধ্যায়ী ফিরিঙ্গি ছাত্রগণের মধ্যে কাহাকে প্রস্তর ফলকের* অক্ষর গুলি নিষ্ঠীবন§ দ্বারা মোচন করিতে দেখিয়া তাঁহার এরূপ ঘৃণার উদয় হইল যে, তৎপর দিনই সেই স্কুল পরিত্যাগ

---

* প্রস্তর ফলকের অর্থাৎ শ্লেটের।

§ নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু।

করিয়া বদনচন্দ্র হাজরা নামক মাষ্টরের নিকট ইংরেজী শিক্ষা করিতে লাগিলেন।

এক্ষণকার যে মহাত্মারা হিন্দুয়ানী মানেন না, তাঁহারা রামচন্দ্র দাসের স্কুল পরিত্যাগের কারণ পাঠ করিয়া স্মিত বদন হইবেন, কিন্তু যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু তাঁহারা কদাচ হইবেননা, আমাদিগের স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, প্রত্যূষে উঠিয়া শৌচ দন্ত ধাবন পূর্ব্বক রাত্রি বাস পরিত্যাগ এবং চন্দন ও নানাবিধ পুষ্প সংগ্রহ পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া জলযোগ করিলে যাদৃশ মনের স্ফূর্ত্তিলাভ হয়, তাদৃশ মল মূত্রাদি জ্ঞান শূন্য হইয়া রাত্রিবাসেই জল যোগাদি করিলে কদাপি চিত্তের স্ফূর্ত্তি জন্মায় না। পাঠকবর্গের মধ্যে কেহ কেহ সন্ধ্যা-বন্দনাদি বিষয়ে অস্বীকার করিবেন কিন্তু নানাবিধ সৌগন্ধি পুষ্পের সেবা অনুমোদন করিবেন। মহারাজ নহুষ তনয় যযাতি, জরাগ্রস্ত হইয়া আপন পুত্রকে জরা গ্রহণ করিতে বলিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র, সর্ব্বদা অশুচি অবস্থায় থাকিতে হইবে বলিয়া জরা গ্রহণে অস্বীকার পূর্ব্বক পিতৃ আজ্ঞা পালন করেন নাই, যথা মহাভারতে যযাতি উপাখ্যানে লিখিত আছে।

জীর্ণঃ শিশুবদাদত্তে কালেঽন্নমশুচির্যথা। ন জুহোতিচ কালেঽগ্নিং তাং জরাং নাভিকাময়ে* ॥

রামচন্দ্র, ক্রমান্বয়ে কয়েক বর্ষ বদনমাষ্টরের নিকট অভিনিবেশ পূর্ব্বক ইংরেজী পড়িতেন এবং ইংরেজী ভাষা অপেক্ষা ইংরেজী লিখনে আরও যত্ন করিতেন, মাষ্টরও তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী হইতেন। প্রায় ৪০।৫০ বৎসর পূর্ব্বে এতদ্দেশীয় অধিকাংশ লোকদিগের যেরূপ ইংরেজী লেখার প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল, তাদৃশ অনুরাগ ইংরেজী কাব্য, সাহিত্য, নাটকাদিতে ছিল না। তাঁহারা তৎসময়ে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন যে, ইংরেজী শিক্ষা করা কেবল ধনোপার্জ্জনের নিমিত্ত, সুতরাং উৎকৃষ্ট লিখিতে, অঙ্ক কষিতে ও সাহেবদের সঙ্গে কথোপকথন করিতে পারিলেই ইংরেজী শিক্ষার চরম ফল হইল। বর্ত্তমান সময়ের ইংরেজী ভাষাজ্ঞ মহাশয়েরা, তাঁহাদের ন্যায় যদিও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেন না, ফলতঃ কার্য্যে পরিণত করিতেছেন।

* অনুবাদ—জরাগ্রস্থ লোক, শিশুর ন্যায় অপবিত্রাবস্থায় অসময়ে খাদ্য গ্রহণ করে এবং যথোপযুক্ত সময়ে অগ্ন্যাদিতে হোম ক্রিয়া করিতে অসমর্থ হয়, অতএব আমি সেই জরাকে অভিলাষ করি না।

এই সময়ে রাজচন্দ্র দাস, যিনি কলিকাতা জানবাজারস্থ সুপ্রসিদ্ধ প্রীতিরাম* দাসের পুত্র। প্রীতিরাম, স্বসৌভাগ্য বলে বহু ধন সংগ্রহ করেন। তাঁহার পরলোকান্তে তৎপুত্র রাজচন্দ্র দাস, তাবৎ ধনের উত্তরাধিকারী হন।

রাজচন্দ্র, পিতৃধন প্রাপ্ত হইয়া সেই ধনের সাহায্যে সাতিশয় অর্থবান্ হন। এবং জমিদারি প্রভৃতি ক্রয় করাতে পশ্চাৎ "রায়" উপাধি প্রাপ্ত হন।

রাজচন্দ্র রায়, প্রতিদিনই অতিপ্রত্যূষে উঠিয়া আঢ্য ব্যবসায়ী ও উচ্চপদস্থ সাহেবদিগের গৃহে যাইয়া সাক্ষাৎ করিতেন। সাহেবদিগের মধ্যে যে কেহ, অর্থের সাহায্য চাহিত, তিনি তাহাদিগের অবস্থা বুঝিয়া সাহায্য করিতেন ও কর্জ্জ দিতেন। তামার চাদর, কস্তুরা, আফিম এবং নিজের নীলকুঠীর নীল প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য কখন কখন ও এখানেও বিক্রয় করিতেন ও ইংলণ্ডে সিপমেণ্ট করিতেন। বিলাতে সিপমেণ্টের এজেণ্ট কল্‌বিন্ কায়ুই এবং কোম্পানি ছিল। এই

* সামান্য লোকে প্রীতিরাম দাসকে পীরিত রাম মাড় বলিয়া রটনা করে।

সকল ব্যবসায়ে তিনি প্রচুর ধনশালী হন; তাঁহার সৌভাগ্য বলে যে ব্যবসায়ে বা যে বৈষয়িক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, প্রায় তৎ তাবৎই লাভ জনক হইয়া উঠিত। তাঁহার একটী সৌভাগ্য লক্ষ্মীর উদাহরণ পাঠকবর্গকে জ্ঞাত না করিয়া মৌনী থাকিতে পারিলাম না।

তিনি, বেলা ১১।০ ১১৷৷০ টার মধ্যে স্নান, আহ্নিক সমাপন পূর্ব্বক অফিসে অফিসে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন; ৩।৪ টার পর বাটী প্রত্যাগমন করিয়া আহারাদি করিতেন। এক দিন অফিসে অফিসে পর্য্যটন করিতে করিতে বেলা ২ টার সময় এক্‌সচেঞ্জ নীলামে উপস্থিত হন। ঐ অফিসে উপস্থিত হইয়া দেখেন যে আফিমের নীলাম, আরম্ভ হইবে। এমন সময়ে ঝড় ও বৃষ্টির এমত প্রাবল্য হইল যে, পথিকদিগের গতি রোধ হইয়া গেল; সুতরাং অহিফেণ বণিকেরা নীলাম সময়ে উপস্থিত হইতে পারিল না। তিনি স্বয়ং তাবৎ অহিফেণ ক্রয় করিয়া ফেলিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে ঝড় ও বৃষ্টি নিবৃত্ত ও আকাশ নির্ম্মল হওয়াতে মাড়ওয়ারী বণিকেরা আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা

আসিয়া শুনিল এক বাবু তাবৎ আফিম কিনিয়া লইয়াছেন। মাড়ওয়ারীরা রাজচন্দ্র রায়ের নিকট গিয়া কহিল 'বাবু আপনি এত আফিম লইয়া কি করিবেন আমাদিগকে দিউন। পশ্চাৎ মাড়ওয়ারীদিগকে তৎক্ষণাৎ বিক্রয় করিয়া ২৫ হাজার টাকা লাভ করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন*। বাণিজ্য সম্বন্ধেও রাজচন্দ্র রায়ের সত্যবাদীত্ব–লক্ষণ লক্ষিত হইতেছে। একদা তিনি একটী সওদাগর সাহেবকে ৮০ হাজার টাকা কর্জ্জ দিবেন বলিয়া আসেন। ২।৩ দিন পরে প্রকাশ পাইল যে, ঐ সওদাগর সাহেব ফেইল (Fail) হইয়াছে। অনেকে ঐ সাহেবকে কর্জ্জ দিতে নিষেধ করিল, কিন্তু তিনি, নিষেধ-কারীগণকে বলিলেন "আমি যখন ঐ সাহেবকে কর্জ্জ দিব বলিয়া স্বীকার করিয়াছি, তখন তাহাকে টাকা কর্জ্জ দেওয়াই হইয়াছে।" পরে সেই সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে দ্বিরুক্তি না করিয়া সাহেবকে অশীতি সহস্র মুদ্রা দিলেন।

---

* তাঁহার জামাতা এবং দৌহিত্র ও প্রাচীন আমলাগণাদি দ্বারা অবগত হওয়া যায়।

পরে এক্ষণে তৎকৃত চারিটী মহতী কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

১ ম। সাধারণের ক্লেশ মোচনার্থে কলিকাতা নিমতলায় মুমুর্ষ, ব্যক্তিগণের সুরক্ষিতার্থ সুরম্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ।

২ য়। জানবাজার হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউসের দক্ষিণ দিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত সুপ্রস্থ পথ, যে পথকে এক্ষণেও "বাবু রোড্" কহে*।

৩ য়। ঐ বাবু রোডের সংযোগে গঙ্গাতীরে মনোহর ঘাট ও চাঁদনি, এক্ষণে যাহাকে "বাবু ঘাট" কহে*।

৪ র্থ। আহিরি-টোলায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে বহু সংখ্যক ভদ্রলোক বাস করেন, তাঁহাদের গঙ্গাস্না-

---

* অতিবিশ্বস্ত সূত্রে প্রাচীন পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায় যে, পূর্ব্বে জানবাজার ষ্ট্রীট্ অতি ক্ষুদ্র কাপথ ছিল, বর্ষাকালে এই পথ গঙ্গাস্নায়ীদের সাতিশয় দুর্গম হইত। জানবাজার ষ্ট্রীটের চৌরাস্তা হইতে গঙ্গাতীরে ~~যাইতে গেলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ও হোকল বনের ভিতর দিয়া কাদা ভাঙ্গিয়া যাইতে হইত~~, গঙ্গাস্নায়ীদিগের সেই ক্লেশ নিবারণার্থ বাবু রোড্ এবং বাবু ঘাট প্রস্তুত করেন।

নের অসুবিধা হইত, সেই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে উত্তম ঘাট ও চাঁদনি প্রস্তুত করিয়া দেন।

এই মহান্ কীর্ত্তি চতুষ্টয়, সমাধান করিয়া হিন্দু সমাজে বিশেষতঃ কলিকাতাস্থ তাবৎ ধনাঢ্যগণ অপেক্ষা যে, মহা-যশস্বী ও আদরণীয় হইয়াছিলেন, তাহা হিন্দু-মাত্রেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন। ইদানীং তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার দায়াদ কন্যাদ্বয় সেই সকল মহতী কীর্ত্তির সংরক্ষণে বিরত-প্রবৃত্তি হওয়াতে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই ক্ষুব্ধ-মনা হইয়া রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র দাস, এই রাজচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। রাজচন্দ্র রায়ও স্বজাতির মধ্যে কুল-শ্রেষ্ঠ সৎপাত্রকে কন্যা দান করিয়া গৌরব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বোধ হয় রামচন্দ্র দাস, অল্প বয়সে পিতৃ-হীন হওয়াতেই উচ্চ-শিক্ষার ব্যাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিদ্যা-শিক্ষা সময়ে পিতৃ-হীন না হইলে তৎকালোচিত বিদ্বান্‌গণের মধ্যে গণনীয় হইতেন; যেহেতু তাঁহার পিতা বিদ্যা-চর্চ্চায় সবিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং নক্সএডু[redacted]ন প্রভৃতি উত্তমোত্তম পুস্তক সংরক্ষা করি-

য়াছিলেন। তৎসময়ে বিদ্বজ্জন ব্যতিরিক্ত ঐ সমুদায় পুস্তক সংগৃহীত করিতেন না।

আরও সচরাচর পরিদৃশ্যমান হইতেছে, যে বিদ্যাবান্ পিতা, পুত্রের বিদ্যা-শিক্ষায় নিত্য নিত্য পরিদৃষ্টি রাখেন এবং সেই পুত্র যদি মেধাবী ও বিদ্যার্থী হন, তাহা হইলে প্রায়ই তিনি বিদ্বান্ হইয়াই থাকেন, তাহার সংশয় নাই। যাহা হউক রামচন্দ্র দাসের উচ্চ-শিক্ষা লাভেচ্ছা থাকিলেও পিতৃ-হীনতা জনিত, তল্লাভে বিফল মনোরথ হইয়াছিলেন। যদ্যপি রামচন্দ্র দাস কৃত-বিদ্যগণ-মধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন নাই বটে কিন্তু ধর্ম্ম-বর্ত্মের সোপান স্বরূপ যে সদ্বিদ্যা, তাহা অতিক্রম করিয়া সদ্বিদ্যার চরম-ফল যে ধর্ম্ম তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইহা পশ্চাৎ বিবৃত করা যাইবে।

সম্প্রতি তিনি কার্য্য-কুশল ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করিয়া প্রথমতঃ টালা কোম্পানি, ও পামর কোম্পানির আফিসে এপ্রেণ্টিস্ থাকেন। কয়েক বৎসর এপ্রেণ্টিস থাকিয়া আফিসের কার্য্যদক্ষ হন, পরে জেনেরেল ট্রেজরীর রেভিনিউ একাউণ্ট ডিপার্টমেণ্টে ২০ টাকা বেতনে রাইটর পদে নিযুক্ত হন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে, রামচন্দ্র দাস বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ ছিলেন, এক্ষণে ব্যায়াম কৌশলও অভ্যাস করিয়াছিলেন। অধুনা নিম্নস্থ কয়েক পংক্তিতে তাঁহার ব্যায়াম কৌশল ও বলিষ্ঠতার বিষয় লিপি বদ্ধ করা যাইতেছে।

মধ্যে মধ্যে তিনি শ্বশুরালয়ে আসিতেন। তাঁহার শ্বশুর রাজচন্দ্র রায়, একটী বৃহৎ হরিণ পুষিয়াছিলেন, হরিণটী অন্তঃপুর মধ্যে পুষ্করিণীর তটস্থ উদ্যানে কখন কখন উন্মোচিত থাকিত, একদা বলীয়ান্ রামচন্দ্র দাস, অন্তঃপুর মধ্যে ঐ স্থানে বহির্দ্দেশে গিয়া উন্মোচিত হরিণকে দেখিতে পাইলেন, বহির্দ্দেশ হইতে প্রত্যাগমন করিতেছেন এমন সময়ে ঐ হরিণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আইল, তিনি নির্ভীক চিত্তে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইলেন, হরিণ আক্রমণ করিল। এক হস্তে জলপাত্র ধারণ, অপর হস্তে হরিণের আক্রমণ নিবারণ করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার শ্বশুর, তাহা দেখিয়া ভৃত্যবর্গকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন কিন্তু তিনি সেই হরিণের মস্তক ধরিয়া ৩।৪ হাত দূরে নিক্ষিপ্ত করিয়া গম্ভীর প্রকৃতিতে চলিয়া

আইলেন, তখন তাঁহার শ্বশুর, জামাতার বলশালিতা দর্শন করিয়া সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমাদিগেরও শাস্ত্রকারকেরা বলীয়ান্, ব্যায়ামশালী লোকদিগের প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন যথা—

"ব্যাধয়ো নোপসর্পন্তি, বৈনতেয়মিবোরগাঃ।
ব্যায়ামক্ষুণ্ণগাত্রস্য পদ্ভ্যামুদ্বর্ত্তিতস্য চ*" ৷৷

এক্ষণেও আমাদের দেশীয় ইংরাজী ভাষায় কৃতবিদ্যগণেরাও ভোক্তা ও বলিষ্ঠ লোকদিগের গৌরব করিতেছেন। দেশীয় লোকেরা যাহাতে বলিষ্ঠ ও দ্রঢ়িষ্ঠ হন, তদ্বিষয়ে মনোযোগী হইতেছেন। স্থানে স্থানে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে ব্যয়াম কৌশলের শিক্ষা দান করাইতেছেন। ব্যায়াম কৌশল শিক্ষিত ছাত্রবর্গের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত পুরস্কার প্রদান করিতেছেন। কি উপায়ে এ দেশীয় লোকেরা শক্তিমান্ হন, তদুপায় গ্রহণ করিতেছেন। পূর্ব্বে প্রাচীনবর্গেরা যেরূপ আমাদের শাস্ত্রের তাৎপর্য্যানুসারে সংস্কারাপন্ন ছিলেন,

---

* সর্পগণ যে রূপ গরুড় সমীপে যাইতে পারে না, তদ্রূপ যে শরীর ব্যায়াম দ্বারা মর্দ্দিত ও পাদ দ্বারা মৃষ্ট, তাহাতে কোন প্রকার ব্যাধি আক্রমণ করিতে পারে না।

অধুনাতন কৃতবিদ্যগণের যে তদনুরূপ সংস্কার জন্মিতেছে তাহা বলিলেও বলা যাইতে পারে।

অধুনা আমাদের শাস্ত্রীয়বচনের পরিপাক ফলই হউক, অথবা বর্ত্তমান সময়ের সুসভ্য বিদ্বান্ জনগণের যুক্তি মূলকই হউক, ব্যায়াম কৌশল শিক্ষা এবং বলিষ্ঠ হওন যে সর্ব্ববাদী সম্মত, ও পৌরুষের চিহ্ন, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে।

অতএব রামচন্দ্র দাস যে, তদ্‌গুণ বিশিষ্ট হওয়াতে প্রশংসাস্পদ হইয়াছেন, কেবল তাহা নহে। তরুণ বয়সে যে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করিয়াছিলেন তাহাতে আরও সাধুসমীপে যশস্বী হইয়াছিলেন। যেহেতু যৌবনকাল বিষম কাল। এই কালেই পাপ ও পুণ্যের সন্ধি স্থল। প্রায়ই তরুণ-বয়স্কেরা সেই সন্ধি-স্থলে দণ্ডায়মান হইয়াই আদিম সরস অথচ পরিণাম বিরস, যে নিয়মাতীত ইন্দ্রিয়-সেবা, তাহারই অনুগামী হইয়া থাকেন, কিন্তু যাঁহারা ইন্দ্রিয়-সেবা রাক্ষসীর প্রলোভনে মোহিত না হইয়া তাহার করাল কবলে কবলিত না হন, তাঁহারাই ধন্য, এবং পুণ্যবান্ লোকদিগের আদরণীয়।

রামচন্দ্র দাস, তরুণ বয়সে ধনার্জ্জনক্ষম ও সবল

শরীরী হইয়াও মাদক ও ব্যভিচারাদি ইন্দ্রিয়-সেবারূপ পশু-বৃত্তি অবলম্বন না করিয়া যে সৎ-পথের পান্থ হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি পুণ্যাত্মা সাধুগণের উচ্চাসনে আসীন হইয়া ধর্ম্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা দর্শাইয়াছেন তাহা বলা বাহুল্য।

একদা ইন্দ্রিয়-শাস্তা রামচন্দ্র দাস, যৌবনাবস্থায় শ্রীশ্রী৺ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থযাত্রা করেন। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে তীর্থ করিয়া প্রত্যাগমন কালে পথি মধ্যে এক পান্থ-নিবাসে অবস্থিতি করেন। কার্য্যগতিকে তথায় কয়েক দিন অবস্থিতি করিলে পান্থ-নিবাসের অধ্যক্ষের এক নবীনা রমণী, তাঁহার প্রতি অনুরাগিণী হইয়া তাঁহার আহারাদির সেবা করিতে লাগিল। পরে যখন ঐ রমণী তাঁহার প্রতি অনুরাগ দেখাইতে লাগিল, তখন তিনি সেই যুবতীকে মাতৃ-সম্বোধন করিয়া তাহাকে বস্ত্রাদি দান করিয়া প্রতি গমন করিলেন *।

অপিচ, তাঁহাদের মকিমপুর নামক জমিদারীতে মোকর্দ্দমা উপলক্ষে তাঁহার ৩য় শ্যালীপতির সহিত

---

* কলিকাতা গোয়ালাটুলি নিবাসি শ্রীদ্বারকা নাথ হোড় দ্বারা অবগত।

উপস্থিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থান করেন। তাঁহাদের পরস্পর মনোমিলন ছিলনা, এই জন্যে কতক গুলি তোষামোদেরা তাঁহার তৃতীয় শ্যালীপতির নিকট তাঁহার দোষারোপ করিয়া কহিল " বড় বাবু অর্থাৎ রামচন্দ্র বাবু অমুকের কন্যার সহিত আসক্ত হইয়াছেন ইত্যাদি। তোষামোদেরা এই প্রকার তাঁহার নিকটে দোষারোপ করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ মুক্ত কণ্ঠে তাহাদের সমক্ষে কহিলেন " তোমরা অন্যান্য বিষয় যাহা বলিলে তাহা শুনিলাম কিন্তু বড় বাবু যে পরনারীতে আসক্ত হইয়াছেন, একথা তোমরা এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া শপথ করিলেও বিশ্বাস করিনা* ।

ইন্দ্রিয়-নিগ্রহকারি রামচন্দ্র দাসের ঈদশ পৌরুষ অবলোকন করিয়া দাশরথি পুত্র মহারাজা কুশের জিতেন্দ্রিয়তা বিষয়ে কবি-কুল-চূড়ামণি কালিদাস কৃত রঘুবংশের কবিতাটী এস্থলে লেখক প্রকটিত না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

এক সময় দাশরথি পুত্র মহারাজ কুশ, একাকী শয়নাগারে শয়ন করিয়া রহিয়াছেন; নিশীথ সময়ে

---

* প্রাচীন আমলাগণের দ্বারা জ্ঞাত।

এক পরম লাবণ্যবতী নারী গৃহ-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক তাঁহার শয্যার পার্শ্বস্থা হইল। মহারাজ-কুশ অর্দ্ধরাত্রি সময়ে এরূপ রূপবতা রমণীকে শয্যার পার্শ্বে বিমর্ষ দেখিয়া কহিলেন।

"কা ত্বং শুভে কস্য পরিগ্রহো বা, কিম্বা মদভ্যাগম কারণং তে। আচক্ষ্ব মত্বা বশিনাং রঘূনাং, মনঃ পরস্ত্রীবিমুখ-প্রবৃত্তি * ॥

তিনি জেনেরেল ট্রেজরির রেবিনিউ একৃকাউণ্ট ডিপাটমেণ্টে কয়েক বৎসর কার্য্য করেন, যদি আরও কিছু দিবস তথায় থাকিতেন, তাহা হইলে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইতেন, যেহেতু তৎসদৃশ কেরাণীরা ১০০।১৫০ টাকা বেতন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সন ১২৪৩ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে তাঁহার শ্বশুর রাজচন্দ্র রায়, প্রাতে আপনার চেরিয়ট গাড়ীতে বেড়াইতেছিলেন, গমন সময়ে পীড়াক্রান্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক দুই দিবস পরে আপন-পত্নী, ও

---

* হে ভদ্রে? কে তুমি? কাহারই বা পত্নী? আমার নিকটই বা তোমার আগমনের কারণ কি? জিতেন্দ্রিয় রঘুবংশীয়দিগের পরস্ত্রীতে অনাসক্তি জানিয়া উত্তর প্রদান কর।

চারিটী কন্যা এবং দৌহিত্রাদি রাখিয়া ৪৯ বর্ষ বয়সে ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার পরলোকান্তে তৎপত্নী, তাঁহার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারিণী হইলেন। তাঁহার পত্নীর নাম “ রাসমণি ”। রাসমণিদাসীর জামাতা ত্রিতয়। যাঁহার জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করা যাইতেছে, ইনিই জ্যেষ্ঠ জামাতা। দ্বিতীয়ের নাম প্যারিমোহন চৌধুরী। তৃতীয় ও কনিষ্ঠ জামাতার নাম মথুরামোহন বিশ্বাস* ।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দ্বারকানাথ ঠাকুর, রাসমণি দাসীর সম্পত্তির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবেন, এই জনশ্রুতিতে রাসমণি দাসীর জামাতাত্রয় দোলায়মান-চিত্ত হইলেন ; যেহেতু এই জনরবটী নিতান্ত শূন্য গর্ভ নহে। ফলতঃ দ্বারকানাথ ঠাকুর রাসমণি দাসীর তাবৎ সম্পত্তির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইবার জন্য, বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং তৎপদই তাঁহার পাইবার সম্ভাবনাও হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার জ্যেষ্ঠ জামাতা রামচন্দ্র দাস, ৺মতিলাল শীলের সহিত বিশেষ পরিচিত

* রাজচন্দ্র রায় বিদ্যমানে তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়াতে তৃতীয় জামাতাকে কনিষ্ঠা কন্যা দান করেন।

থাকাতে তাঁহার নিকট গিয়া এতদ্বিষয়ের সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মতিলাল শীল, তাঁহাকে বলিলেন "তোমরা কদাচ দ্বারকানাথ ঠাকুরকে সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিতে দিও না"। পরে তাঁহারই সযত্নে ও বুদ্ধি-বলে দ্বারকানাথ ঠাকুর তৎপদ হইতে বিমুখ হইলেন*।

দ্বারকানাথঠাকুরের মনোরথ বিফল হইলে, জামাতৃত্রিতয় সমবেত হইয়া পত্নীমাতার সম্পত্তি পরিরক্ষণ ও বিষয় কার্য্যাদি সম্পাদন করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, রামচন্দ্র দাস, বাল্যকালাবধিই বিষ্ণুপরায়ণ ছিলেন, এবং এক্ষণে ও পরলোক গমন পর্য্যন্ত, তাঁহার কৃষ্ণ-মন্ত্রে একান্ত দৃঢ়ভক্তি ছিল; তাঁহার বাল্যকালে যেরূপ নিরহঙ্কার, শান্ত-স্বভাবাদি গুণ ছিল, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও তদ্রূপ স্বভাব, নম্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা, ও ধার্ম্মিকতা ছিল; কোন অবস্থাতেই তিনি সদ্গুণের ধ্বংস বা পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি আপন শাশুড়ী রাসমণি দাসীকে "ধর্ম্মকার্য্যে প্রবৃত্ত করেন। প্রথমতঃ তিনি মহা

* তাঁহার পুত্রাদি দ্বারা পরিজ্ঞাত।

সমারোহে "রাসোৎসব" সম্পাদন করেন।

দ্বিতীয়তঃ রৌপ্যরথ নির্ম্মাণ ; এই রথ নির্ম্মাণে তাঁহার অধ্যবসায় দৃষ্ট হয়, রাসমণি দাসী, রথযাত্রার প্রায় ১ মাস পূর্ব্বে রথ নির্ম্মাণে সম্মতি প্রদান করেন। এত অল্পকালের মধ্যে রৌপ্যরথ হওয়া সম্ভব-পর নহে কিন্তু তিনি একাগ্রমনে রৌপ্য রথ নির্ম্মাণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। যেহেতু তিনি ধর্ম্মকার্য্যে ভীরু স্বভাবের লোক ছিলেন না। সময়ের অল্পতা নিবন্ধন নিরুৎসাহ না হইয়া টাকশাল, হেমিল্টন্ ও লেটিপিটর কোম্পানির নিকট রূপার পাত প্রস্তুত করিতে চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু দিবসের স্বল্পতা প্রযুক্ত তাহারা রূপারপাত প্রস্তুত করিতে অস্বীকার করিল।

হেমিল্টন্ প্রভৃতি ধনাঢ্য বণিকেরা রূপার পাত প্রস্তুত করিতে অস্বীকৃত হইলে জনসাধারণ চলচ্চিত্ত ও রৌপ্যরথ নির্ম্মাণ না হওনের আশঙ্কা করিতে লাগিল। তাঁহার অসূয়াকারীরা হাস্য করিতে লাগিল ; কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল, "রামচন্দ্র বাবু এ বৎসর রূপার

---

* লোক পরম্পরায় শ্রুত হওয়া যায়, এই রাসোৎসবে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত দিগকে উচ্চ বিদায় প্রভৃতি মহা আড়ম্বরে হইয়াছিল।

রথ প্রস্তুত করিতে পারিবেন না। অন্যেরা কহিল, এ বিষয়ে রামচন্দ্র বাবুর হস্তক্ষেপ করাই ভাল হয় নাই। না বুঝিয়া কাজ করিতে গেলেই এরূপ বিপাকে পড়িতে ও উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

লোকদিগের এবম্বিধবাক্য তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলেও তিনি অধীর বা হতোৎসাহী না হইয়া বরং তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ের অধ্যবসায়গুণ আরও তেজস্বী হইতে লাগিল, এবং ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তৎকার্য্য সাধনের উদ্ভাবন ভাবনা করিতে লাগিলেন। ধীরতা সম্বন্ধে পঞ্চতন্ত্র কারক কহিয়াছেন যথা

বিপদি ধৈর্য্য মথাভ্যুদয়ে ক্ষমা,
সদসি বাক্‌পটুতা যুধিবিক্রমঃ।
যশসি চাভিরুচির্ব্যসনং শ্রুতৌ,
প্রকৃতি সিদ্ধ মিদং হি মহাত্মনাং ॥

অনন্তর তিনি, স্বগ্রাম ও ভবানীপুর হইতে কর্ম্মকার আনাইয়া রথযাত্রার পূর্ব্বেই রৌপ্য রথ নির্ম্মাণ

* অনুবাদ---বিপদে ধৈর্য্যগুণ, সম্পদে ক্ষমাগুণ, সভাতে বাগ্মীতা, যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ, কীর্ত্তিতে অভিলাষ, এবং শ্রুতি শাস্ত্রাদিতে আসক্তি, এ সকল মহাত্মা লোকদিগের স্বভাব-সিদ্ধ গুণ।

করিলেন। রৌপ্য রথ নির্ম্মিত হইলে অসূয়ক প্রভৃতিরা (অন্তর কষ্ট পাইলেও) মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে লাগিল। পশ্চাৎ রথ প্রতিষ্ঠা অতি সমরোহে সম্পাদন হইয়াছিল। অদ্যাবধি ঐ রথ প্রবর্ত্তমান থাকিয়া রথ প্রতিষ্ঠাতার অধ্যবসায় বিকীর্ণ করিতেছে।

তৃতীয়তঃ, তাঁহার শাশুড়ী রাসমণি দাসী, কলিকাতার ৩ ক্রোশ উত্তর. গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে দেবালয়াদি যে মহতী কীর্ত্তি স্থাপন করেন, সেই কীর্ত্তির ভিত্তি মূল প্রথমতঃ ইনিই করেন. তৎপরে অন্যেরা সম্পাদন করিয়াছিলেন। রাসমণি দাসীর ঐ কীর্ত্তি এক্ষণেও বিদ্যমান রহিয়াছে।

রাসমমি দাসী, স্বামি-ধন অপরিমিত রূপে ব্যয় ও বাহ্য আড়ম্বরের সহিত অনিয়মিত দানাদি করিতেন এই জন্যে অপর সাধারণেরা তাঁহাকে রাণী রাসমণি বলিয়া কীর্ত্তন করে। ফলতঃ যদি তিনি বিদুষী, জ্ঞানবতী স্ত্রীর ন্যায় মিত-ব্যয় করিতেন, তাহা হইলে স্বদেশের যে কত উপকার সাধন করিতে পারিতেন, তাহা লেখনীতে ব্যক্ত করা যায় না। যাহা হউক তিনি দেবকীর্ত্ত্যাদি ও অমিত ব্যয়শালিতাতে সাধা-

রণের নিকট যশস্বিনী হইয়া ১২৩৭ সালের ফাল্গুণ মাসে গঙ্গালাভ করেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তৎ কন্যা দ্বয় তাঁহার ধনের অধিকারী হন ও সমস্ত ভার আপন আপন স্বামীর উপর সমর্পণ করিলেন।

রামচন্দ্র দাস, ক্রমান্বয়ে ১৪ বৎসর তদ্ধন উপভোগ এবং সেই ঐশ্বর্য্যের উপর আধিপত্য করেন। কিন্তু ঐ ঐশ্বর্য্য কদাচ তাঁহার মনকে বিচলিত করিতে পারে নাই; আতরুণ প্রৌঢ় পর্য্যন্ত, বিলাস শূন্য, ধীর প্রকৃতি, নিরহঙ্কারী জিতেন্দ্রিয় ও বিষ্ণু পরায়ণ ছিলেন দুর্দম্য ইন্দ্রিয়কে নিয়তই বশীভূত করিয়া ধর্ম্ম পথের পান্থ ছিলেন। প্রতিদিনই ধর্ম্ম কার্য্যের নিমিত্ত কিয়ৎ সময় ক্ষেপণ করিতেন, কদাচ তাহাতে পরাঙমুখ হইতেন না। পঞ্চতন্ত্র কারক কহেন " যস্য ধর্ম্ম বিহীনানি দিনান্যায়ন্তি যান্তি চ, স লোহকারভস্ত্রেব শ্বসন্নপি নজীবতি *। সম্পৎ সময়েও তিনি এক দিন আপন পরিজনবর্গের নিকট নানাবিষয়ের গল্প করিয়া পশ্চাৎ ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে উপদেশ

* যাহার ধর্ম্ম-শূন্য দিবস অতিবাহিত হয়, সে নিশ্বাসপ্রশ্বাস পরিত্যাগ করিলেও কামারের যাঁতার ন্যায় নির্জ্জীব মধ্যে গণণীয়।

প্রদান করিয়াছিলেন—“ বহু-ধন মনুষ্যের ক্লেশ-কর। ধনে ত্রিতাপ (অর্থাৎ ধনোপার্জ্জনে, ধন রক্ষণে ও ধন নাশে কষ্ট) উপস্থিত করে, এই জন্যেই জ্ঞানবান্ ধার্ম্মিকেরাই অতুল ঐশ্বর্য্যকে ইচ্ছা করেন না। অতএব যে ধন, উপভোগে মনের শান্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়, সেই পরমার্থের অন্বেষণে মনোনিবেশ করা, যথার্থ মনুষ্যত্বের লক্ষণ, ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং আমাদিগের প্রধান ধর্ম্ম। এই ত্রিতাপ জনক ধন, কেবল চিত্তকে দুরাকাঙ্ক্ষায় পাতিত করে, আমাদের নীতিশাস্ত্র বিৎ পণ্ডিতেরাও কহেন “ অর্থানা-মর্জ্জনে দুঃখ মর্জ্জিতানাঞ্চ রক্ষণে। আয়ে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগদর্থাঃ কষ্ট সংশ্রয়াঃ ॥ ১॥

অর্থার্থী যাতি কষ্টানি মূঢো হ য়ং কুরুতে জনঃ। শতাংশেনাপি মোক্ষার্থী যাতি চেৎ মোক্ষ মাপ্নু-য়াৎ” ॥ ২ ॥ তাঁহার এই গভীর জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তাঁহার পুত্রাদিগণের হৃদয়ে প্রস্তরাঙ্ক সদৃশ অঙ্কিত হইল। তাঁহার পুত্রাদিগণও ঐ উপদেশবলে এ পর্য্যন্তও ধর্ম্মপথের পান্থ হইয়া বিচরণ করিতেছেন। উপদেশ সৎপাত্রে ন্যস্ত হইলেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে।

মহাকবি ভবভূতি কহেন " বিতরতি গুরুঃ প্রাজ্ঞে বিদ্যাং যথৈব তথা জড়ে। নতু খলু তয়োর্জ্ঞানে শক্তিং করোত্যপহন্তি বা। ভবতি চ পুনর্ভূয়ান্ ভেদঃ ফলং প্রতি তদ্যথা, প্রভবতি শুচির্বিম্বোদ্গ্রাহে মণির্নমৃদাং চয়ঃ ॥*

তাঁহার দাতৃত্ব শক্তিও অসমান্য। এক্ষণকার আঢ্যগণের ন্যায় যশঃ আকাঙ্ক্ষায় বা সম্ভ্রম লাভার্থে কাহাকেও অর্থ দান করিতেন না। তিনি এরূপ কৌশলে দান করিতেন যে গৃহীতা মাত্রই জানিতে পারিতেন, অন্য কোন ব্যক্তি জানিতে পারিতেন না। গোপনে দান করাই তাঁহার স্বভাব ছিল †।

তিনি গোপনে কয়েক ব্যক্তিকে সহস্র মুদ্রারও অধিক দান করিয়াছিলেন এক্ষণে তাহা জ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। এই কলিকাতায় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী অনেক

* গুরু, বুদ্ধিমান ও হীনবুদ্ধি উভয়বিধ শিষ্যকেই সমান রূপে বিদ্যা দান করিয়া থাকেন, তিনি এ উভয়ের শাস্ত্রার্থ বোধে শক্তি উৎপাদন বা অপহরণ ও করেন না কিন্তু দেখুন এই উভয়ের মধ্যে ফলের কত তারতম্য। অথবা স্বচ্ছ মণিই প্রতিবিম্ব গ্রহণে সমর্থ হইয়া থাকে মৃৎ পিণ্ড কখন তাহাতে সমর্থ হয়না।

† কলিকাতা অপ্রাপ্ত ব্যবহারালয়াধ্যক্ষের পণ্ডিত শ্রীগঙ্গহরি অধিকারী ও শ্রীঈশান চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় দ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায়।

ধনাঢ্যগণই আছেন কিন্তু কোন ব্যক্তিই বেনেটোলাস্থ শ্রীশ্রী৺সোণার গৌরাঙ্গ প্রভুর শ্রীমন্দির সংস্কারার্থে অধিক দান করিতে সমর্থ হন নাই। রামচন্দ্র বাবু সেই শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের প্রায় সমুদায় ব্যয় আনুকূল্য করিয়াছিলেন* এবং যে নবদ্বীপ বঙ্গভূমির বিখ্যাত স্থান, ও যে নবদ্বীপে শ্রীশ্রী৺গৌরাঙ্গ প্রভুর আবির্ভাব হয়, সেই নবদ্বীপে শ্রীবাস অঙ্গন দেবালয় শ্রীশ্রী৺ গঙ্গায় নিপতিত হয়, কিন্তু কোন ধনাঢ্য ব্যক্তিই কটাক্ষ পাত করেন নাই; ইঁনি শ্রুতিমাত্রই সেই বিখ্যাত শ্রীবাস অঙ্গন দেবালয় পুনর্নির্ম্মাণার্থে ১০০০ সহস্র মুদ্রা এবং মহোৎসবের ব্যয়ের ২৫০ শত টাকা গোপনে দান করেন *।

তাঁহার ইষ্টদেবের আলয় গোস্বামী বা গোসাই মালপাড়া; তথায় শ্রীশ্রী৺ মদন গোপাল ঠাকুরের শ্রীমন্দির এখনও বিরাজমান করিতেছে। তাঁহার

---

* এই পুস্তক প্রায় পরিসমাপ্তি হইলে শ্রীযুক্ত নবদ্বীপ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় সন্দর্শন করিয়া পশ্চাৎ শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র দাস মহাশয়ের এই গুপ্ত দানবিষয় পত্র দ্বারা অবগত করেন।

* তাঁহাদিগের গোস্বামী মহাশয়ের দ্বারা জ্ঞাত।

ইষ্টদেব গোস্বামী মহাশয়েরা ঐ ঠাকুরের সেবাকারী, শ্রীশ্রী৺মদন গোপাল ঠাকুরের রৌপ্য নির্ম্মিত চৌকী প্রস্তুত করিতে অর্থদান করেন, কিন্তু গোস্বামী মহাশয়েরা তাঁহার অনভিমতে ঐ চৌকীতে তাঁহার নাম খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন।

একদা তাঁহার নিকট এক ব্রাহ্মণ বার্ষিক লইতে উপস্থিত হইয়া কথাচ্ছলে আপন কন্যা দায় অবগত করিলেন; পরে যখন ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসেন, এমন সময়ে তিনি ঐ ব্রাহ্মণকে নির্জ্জনে ডাকিয়া একটা কাগজ মোড়া তাঁহার হস্তে দিয়া কহিলেন "আপনি এই কাগজ সাবধানে লইয়া যাইবেন, পরে আপনার বাটী গিয়া খুলিয়া দেখিবেন"। কিন্তু সেই ব্রাহ্মণ কাগজ মোড়া পাইয়া তাহা দেখিবার জন্যে ব্যগ্র চিত্ত হইয়া পথিমধ্যেই খুলিয়া দেখেন যে, এক কেতা ৫০০ টাকার নোট *।

ফলতঃ ঐ রূপ দানই প্রকৃত দান। মনু কহিয়াছেন "ন দত্ত্বা পরিকীর্ত্তয়েৎ ২" কবিকুল তিলক কালিদাস

---

* লেখক অবগত। ঐ ব্রাহ্মণের ব্যবসায় অনিষ্ট হইবে বলিয়া নামোল্লেখ করা গেল না এবং ঐ ব্রাহ্মণও নামোল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

২ দান করিয়া কীর্ত্তন করিবেনা।

মহারাজ দিলীপের গুণবর্ণনা কালে কহিয়াছেন" জ্ঞানে মৌনং ক্ষমা শক্তৌ ত্যাগে শ্লাঘাবিপর্য্যয়ঃ। গুণা গুণানুবন্ধিত্বাত্তস্য স প্রসবা ইব*।

অপিচ পঞ্চতন্ত্র কারকও কহেন " উপার্জ্জিতানং অর্থানাং ত্যাগ এবহি কারণং। তড়াগোদরসংস্থানাং পরীবাহ ইবাম্ভসাম্।

রামচন্দ্র দাস এই অতুল ঐশ্বর্য্যের একাধিপত্য করিয়াও কোন প্রজা বা আমলাগণের প্রতি কখনই অশ্লীল বা কটু বাক্য প্রয়োগ করেন নাই; এবং কখনও প্রজাগণের বা আমলাগণের উৎপীড়নাদি নির্দ্দয়াচরণ না করিয়া সতত দয়া ও স্নেহভাবে কার্য্য করিতেন। তাঁহারা তাঁহার ন্যায়পরতা ও দয়াশীলতা গুণের পক্ষপাতী হইয়া তাঁহার জন্যে অশ্রুপাত পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন *১। এই রূপ প্রজাদি-রক্ষণই নীতি-শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে " প্রজান্ রঞ্জয়েদ্যস্তু রাজা

* তাবৎ পরকীয় রহস্য অবগত থাকিয়াও কখন ভ্রমেতেও প্রকাশ করিতেন না; দোষীর সমুচিত দণ্ডবিধান করিবার ক্ষমতা থাকিতে ও ক্ষমা প্রদর্শন করিতেন, বিতরণ করিয়াও কখন আত্মশ্লাঘা করিতেন না, ইহাতে বোধ হয় মহারাজ দিলীপের পরস্পর বিরোধি গুণ সকল স্বাভাবিক বৈরতা ত্যাগ করিয়া সহোদর গণের ন্যায় পরস্পর কুশলে অবস্থান করিত।

* লেখকের সমক্ষে তাঁহাদের প্রাচীন তাম জন আমলা ও প্রজা তাঁহার দয়া গুণ বর্ণন করিতে করিতে অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন।

রক্ষাদিভিগু ণৈঃ। অজাগলস্তনস্যেব তস্য রাজ্যং নিরর্থকং *।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে রামচন্দ্র দাস, লোকবিখ্যাত দান করিতেন না, কিন্তু তাঁহার এই প্রকৃত দান, লোকেরা অনবগত প্রযুক্ত বা দ্বেষভাবে তাঁহাকে কৃপণ বলিয়া রটনা করিত এবং ঐশ্বর্য্যে বিকৃত চিত্ত হইয়া কোন ব্যক্তির প্রতি তেজঃ প্রকাশ বা প্রজাগণের উৎপীড়নাদি করিতেন না বলিয়া অবিবেচক লোকেরা তাঁহাকে বিষয় কার্য্যে অপটু বলিয়া নির্দ্দেশ করিত। বিষ্ণু শর্ম্মা কহিয়াছেন "মূর্খানাং পণ্ডিতা দ্বেষ্যাঃ, নির্ধনানাং মহাধনাঃ। ব্রতিনঃ পাপশীলানামসতীনাং কুলস্ত্রিয়ঃ *১ "॥ আরও "গুণী গুণং বেত্তি ন বেত্তি নির্গুণঃ। বলী বলং বেত্তি ন বেত্তি নির্বলঃ। পীকো বসন্তস্য নবেত্তি বায়সঃ, করী মৃগেন্দ্রস্য ন বেত্তি মূষিকঃ ২।

---

* যে রাজা, পালনাদি গুণ দ্বারা প্রজারঞ্জন করিতে না পারেন তিনি ছাগীর গলদেশের স্তনস্বরূপ অকর্ম্মণ্য হন।

*১ মূর্খদিগের, পণ্ডিতগণ, নির্ধনদিগের ঐশ্বর্য্যবানেরা, পাপাত্মাদিগের সংযমীরা, অসতীদিগের কুলবধূরা দ্বেষ্য।

২ গুণবান্ ব্যক্তি গুণগ্রাহী হন, নির্গুণ ব্যক্তি গুণগ্রাহী হইতে পারেনা। বলবান্ বলকে জানে, নির্ব্বল লোক তাহা জানিতে সমর্থ হয় না। কোকিলই বসন্তকালের মধুরতা জানে, কাক কদাচ জানিতে পারেনা। হস্তী সিংহের পরাক্রম জানে, মূষিক তাহা জানিতে শক্য হয়না।

রামচন্দ্র দাস, এই রূপে ন্যায়পরায়ণতা ও ধর্ম্ম-পরায়ণতার সহিত ক্রমান্বয়ে ১৪ বৎসরকাল অতুল সম্পদের যথার্থ সুখভোগী হইয়া তিন পুত্র, পাচ পৌত্র, পৌত্রী এবং এক দৌহিত্র, দৌহিত্রী ও সহধর্ম্মিণী রাখিয়া ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে বিশুচিকা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোকগামী হন। তাঁহার ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হওনে সাধুগণেরা হাহাকার করিতেছেন। তিনি কখনই দম্ভপ্রকাশ করিতেন না, উদারস্বভাব ও বদান্য ছিলেন। তিনি সম্পৎকালেও আপনার প্রথমাবস্থা, মুক্ত কণ্ঠে ব্যক্ত করিতেন ১। তিনি কোন ধর্ম্মের দ্বেষ করিতেন না; সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বীরা তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিয়া পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইতেন ২। লোকদিগকে পরিতৃপ্তে ভোজন করাইতে ভাল বাসিতেন, এই জন্যে তিনি প্রায়ই বলিতেন উদর পূর্ণ হইলে যেরূপ খাদ্য দ্রব্যে প্রার্থনা শূন্য

* ১ শাঁখারি টোলা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ ঘোষ দ্বারা অবগত।

* ২ গবর্ণমেণ্ট গেজেটের অনুবাদক শ্রীযুক্ত জন রবিনসন সাহেব মহাশয়, লেখকের সমক্ষে কহিয়াছেন " বড় বাবু অর্থাৎ রামচন্দ্র বাবু অতি শান্ত স্বভাব ও সজ্জন এবং ধার্ম্মিক, তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ের তর্কে প্রীতি পাওয়া যায়।

হয়, সেরূপ অন্য কোন বস্তুতে প্রার্থনাহীন হয়না। অতএব লোকদিগকে পরিতোষরূপে ভোজন করানই আমোদের বিষয় *১। তাঁহার নিকট যে কোন ব্যক্তি কিছু লাভের প্রত্যাশাপন্ন হইয়া যাইত, প্রায়ই তাহারা বিমুখ হইতনা। অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কোন ব্যবসায়ী ভদ্রলোক, তাঁহার নিকট কোন বস্তু বিক্রয় করিতে গেলে তাঁহার সেই দ্রব্যের প্রয়োজন না থাকিলেও তাহার কিছু কিছু দ্রব্য ক্রয় করিতেন; অন্যেরা তাঁহাকে সেই বস্তুক্রয়ের অনাবশ্যক জানাইলে পশ্চাৎ তাহাদিগকে কহিতেন "ঐ ব্যক্তি কিছু পাইব প্রত্যাশা করিয়া এখানে আসিয়াছে। ইহাকে নিতান্ত বিমুখ করিলে মনের সঙ্কোচ ব্যতিরিক্ত পরিতোষ জন্মায় না *২। তাঁহার পুত্রত্রয় তাঁহার যাবজ্জীবন যে আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিলেন, বোধ হয় বিদ্যা-

---

*১ লেখক, তাঁহার মুখ হইতে বিনির্গত এই বাক্য কতশত বার শ্রুতিগোচর করিয়াছেন।

*২ ইহাদের খাতাঞ্চি বা কেসিয়ার শ্রীযুক্ত পার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা অবগত।

দানই ইহার প্রধান কারণ। অথবা "পুত্রে, যশসি তোয়েচ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণং ॥ এত ঐশ্বর্য্যে যে তরুণ-বয়স্ক পুত্র অপথে পদার্পণ না করিয়া পিতার বশবর্ত্তী হইয়া থাকে, তাহা একালে সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম শ্রীমান্ গণেশচন্দ্র ; দ্বিতীয়ের নাম শ্রীমান্ বলরাম ; কনিষ্ঠের নাম শ্রীমান্ সীতানাথ দাস। তাঁহার এই পুত্রত্রয় যে এপর্য্যন্ত অপথে পদ বিচলিত না করিয়া সদাচারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, তাহা তাঁহারই পুণ্যবত্তার বলে বলিতে হইবে। যাহাহউক তিনি যাবজ্জীবন পুত্রদিগকে সদাচারী, আজ্ঞানুবর্ত্তী ও বশবর্ত্তী রাখিয়া, এবং ধন-বিকারে বিকৃত না হইয়া পবিত্র রূপে ঐশ্বর্য্য ভোগ এবং ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে ইহ লোক হইতে অবসৃত হইলেন।

[তাঁহার মৃত্যুকালে উপহৃত গীত।]

[কবির সুর]

ধন্য রামচন্দ্র দাস, ত্যজিলে জাহ্নবী জীবন।
ধনাদি পরিজন ক্ষণেকে কর্‌লে বিসর্জ্জন ॥
বিসর্জ্জিয়া এ বিভব, ওহে বিষ্ণু পরায়ণ বৈষ্ণব,
দান্ত, শান্ত, নম্র বলি করিলে বৈকুণ্ঠ গমন।
বিষ্ণু নাম হৃদে স্মরি জপি করে বক্ষোপরি,

তব হৃৎসরোজে মুর-অরি বংশীধারী দিলেন দরশন ॥
তোমার ন্যায় কে হে আর, অতুল ধনে নিরহঙ্কার,
তাতেই ত হাহাকার করিছে সাধুগণ ॥

[বাগশ্রী । তাল আড়াঠেকা ।]

ত্যজিলে হে এ বিভব তৃণসম করি জ্ঞান।
ফেলিয়া বরাশ্ব যান করিয়া কি হেয় জ্ঞান ॥
ইহ লোক পরিহরি, চলিলে হে বিষ্ণু পুরী,
নিত্য সুখে রত হবে করিতে তথা অধিষ্ঠান ॥
এপুরস্থ করে ধন্য. কৈবর্ত্ত কুলাগ্রগণ্য, তুমি
রামচন্দ্র দাস হলে পুরুষ প্রধান ॥
অনুষ্ঠিয়া সাধু পথ, পূর্ণ করি মনোরথ,
সেই পুণ্যফলে তব বৈকুণ্ঠে হলো প্রয়াণ ॥
বিদ্যায় করি ভূষিত, পদে নত রাখি সুত;
এ বিভবে বশ্যপুত্র, নাহি হেরি বর্ত্তমান ॥
তব সদাচার হেরি, তব ঈর্ষা করে, অরি,
সেই অরি মুক্তকণ্ঠে, করে তব যশোগান ॥
সম্পদেতে জিতেন্দ্রিয়, সেই পরমেশ প্রিয়,
তাহারই বিষ্ণু ধাম, কয় বেদাঙ্গ পুরাণ ॥
সেই জন্য কহে ধীর, ইন্দ্রিয় দমন বীর,
তুমি মাত্র ধনী মধ্যে, অত্যুক্তি নহে ব্যাখ্যান ॥
গচ্ছ গচ্ছ বিষ্ণু গৃহে, ভজ রাধাকৃষ্ণ দোঁহে,
যুগল পদাম্বুজ সুধা কর নিত্য সুখে পান ॥